Sanatan Dharma

ধন্বন্তরীর উৎপত্তি

হে ব্রাহ্মণগণ!ধন্বন্তরীর উৎপত্তি শ্রবণ করুন। পূর্বে অমৃতপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সমুদ্র মন্থন সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে তিনি অমৃত কলশ হস্তে আবির্ভূত হন। চতুর্দিকে থেকে তিনি ছিলেন উদ্দীপ্ত জ্যোতির্বলয়ে পরিবৃত। হঠাৎ তাকে তার কাজ সম্পন্ন করতে দেখে পাশে দণ্ডায়মান বিষ্ণু বললেন- "তুমি জল থেকে জন্ম নিয়েছে"। তাই তোমাকে অব্জ (জলজাত) হিসাবে স্মরণ করা হবে। অব্জ বিষ্ণুকে বললেন- “হে প্রভু পরমেশ্বর! আমি আপনার পুত্র। পৃথিবীতে আমার যজ্ঞভাগ ও স্থান নির্ধারণ করুন ।" এইভাবে বলা হলে, ভগবান বাস্তবিক অবস্থান পর্যালোচনা করার পর বললেন, "যজ্ঞের বিভাজন ইতিমধ্যেই দিতিপুত্রগণের পাশাপাশি সুরগণও সম্পন্ন করেছেন। হোম প্রভৃতির যথাযথ কার্যকারিতা মহর্ষিগণ বেদে নির্ধারণ করেছেন। তুমি বেদের পরে জন্মেছো। তাই যজ্ঞে আবাহনের উপযুক্ত তোমার কোনো মন্ত্র নেই । হে দেব! তোমার দ্বিতীয় অবতারে তুমি পৃথিবীতে যশ লাভ করবে। তখন তুমি অণিমাদি বিবিধ সিদ্ধি অর্জন করবে। দেব! স্বয়ং এই দেহে তুমি দেবত্ব লাভ করবে। ব্রাহ্মণ (ও অন্যান্য দ্বিজাতিগণ) চতুর্মন্ত্র (অর্থাৎ চার বেদের মন্ত্র), ঘি ও গব্য (দুধ ও দুধ থেকে প্রাপ্ত পূজার উপকরণ) দ্বারা তোমার পূজা করবে। তুমি পুনর্বার আয়ুর্বেদের (চিকিৎসা বিজ্ঞান) প্রচলন করবে। (আমার দ্বারা তোমার প্রতি কথিত) এই ঘটনাবলী অনিবার্য ও ইতিমধ্যেই পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে তুমি দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে জন্মগ্রহণ করবে”। অতএব বর দেওয়ার পর বিষ্ণু অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

Published on: Oct, 16 2025 12:07